'শুধু লঞ্চ নয়, আমি সমুদ্রগামী জাহাজ নামাবো। সেখানে শেখ হাসিনা এবং তোফায়েল আহমেদকে আমন্ত্রণ জানাবো'

তারেক জিয়া

'মাঠ পর্যায়ে কাজ করে রাজনীতিতে এসেছি উত্তরাধিকারসূত্রে নয়'

# উত্তরাধিকারের তৃতীয় ধারা

'মাঠ পর্যায়ে কাজ করে রাজনীতিতে এসেছি, উত্তরাধিকারসূত্রে নয়'

# উত্তরাধিকারের তৃতীয় ধারা

'শুধু লঞ্চ নয়, আমি সমুদ্রগামী জাহাজ নামাবো। সেখানে শেখ হাসিনা এবং তোফায়েল আহমেদকে আমন্ত্রণ জানাবো'
তারেক জিয়া

লিখেছেন গোলাম মোর্তোজা

সংকট - শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিজীবন সর্বত্রই সংকটের মুখোমুখি হয় মানুষের। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষকে এর মুখোমুখি হতে হয়। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়তে হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্ব একটি দেশকে, একটি জাতিকে ফেলে দেয় চরম সংকটে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় নেতৃত্বের দুর্বলতা কতটা প্রকট। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। আওয়ামী লীগ-বিএনপি বাংলাদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগই একমাত্র রাজনৈতিক দল যাদের গ্রাম পর্যন্ত শক্ত ভিত্তি রয়েছে। নেতার অভাব নেই আওয়ামী লীগে। অনেক বড় বড় নেতার উপস্থিতি রয়েছে দলটিতে। তারপরও দলের ভয়াবহ বিপর্যয়ের সময়ে এই নেতারা রক্ষা করতে পারছিলেন না আওয়ামী লীগকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে নিয়ে আসতে হয়েছিল বিদেশ থেকে। রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ শেখ হাসিনা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন আওয়ামী লীগকে। শেখ হাসিনা সেই সময় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী না হলে আওয়ামী লীগ ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যাওয়া ছিল শুধুই সময়ের ব্যাপার।

প্রায় একই রকম কথা প্রযোজ্য বিএনপি'র ক্ষেত্রেও। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর অস্তিত্বের সংকটে পড়েছিল বিএনপি। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গৃহবধূ থেকে রাজনীতিবিদ হতে হয়েছিল খালেদা জিয়াকে। অথচ সেই সময় বিএনপিতে নেতার সংখ্যা কম ছিল না।

একজন বাবার সূত্রে আর একজন স্বামীর

দেশের মানুষ যেভাবে দেখছে, আমিও সেভাবে দেখছি।

***২০০০ : এরশাদ চরমোনাইর পীরের সঙ্গে বর্তমানে যে জোট করেছে, সে জোটের কারণে নির্বাচনে কী আপনাদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করছেন?***

তারেক : না আমি এটা মনে করি না, এরশাদের জোট আমাদের জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হতে পারে না। আপনি নিজেই বলছেন, এরশাদ চারবার চাররকম কথা বলছে। যে মানুষটা চারবার চার রকম কথা বলে তার ওপর দেশের মানুষের কতটুকু আস্থা থাকতে পারে? তার ওপর মানুষের কোনো আস্থা থাকতে পারে না।

***২০০০ : আপনারা যখন জোটে নিয়েছেন, তখনও কিন্তু সে চার রকম কথাই বলতো।***

তারেক : বলেছে, সে এসে বলেছে ভাই আমাকে মাফ করে দেন। আমি ভুল করেছি আর ভুল করব না। আমরা তাকে সুযোগ দিয়েছি। সে যদি তার সুযোগ ব্যবহার না করে, তাহলে আমাদের কি করার আছে।

***২০০০ : বিএনপি পাঁচ বছর বিরোধী দলে থাকলো। আপনার কি মনে হয় বিরোধী দলে থেকে বিএনপি বেশ যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে?***

তারেক : বিরোধী দলে থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বিএনপি সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। একটা মানুষের কি সারাজীবন শুধু সাকসেসই থাকে। ফেইলুর থাকে না।

***২০০০ : তারপরও 'সাফল্য', 'ব্যর্থতা' বিএনপি'র পাল্লাটা কোন দিকে ভারী বলে আপনি মনে করেন?***

তারেক : এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। আপনি বলবেন একটা গ্লাসে অর্ধেক পানি আছে। আমি বলবো অর্ধেক খালি। আমি যে জিনিসটাকে সাকসেস হিসেবে দেখবো, আপনি সেই জিনিসটাকে সাকসেস হিসেবে নাও দেখতে পারেন। আমি বলবো, পার্লামেন্ট থেকে বের হয়ে আসতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আপনি বলবেন পার্লামেন্ট থেকে বের না হয়ে আসলেও চলতো।

***২০০০ : বিরোধী দলে থেকে বিএনপি অনেকগুলো হরতাল করেছে। কিন্তু জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কোনো আন্দোলন করেনি। পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারিতে যখন শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে অথচ বিএনপি এই ইস্যুতে কোনো হরতাল করেনি।***

তারেক : এই ইস্যুতে আমরা হয়তো হরতাল করিনি। কিন্তু প্রতিটি পাবলিক মিটিং-এ দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। আপনি বলছেন, পাঠ্যপুস্তক সংকটের কারণে হয়তো আমাদের হরতাল করা উচিত ছিল...।

***২০০০ : আমি বলছি, এমন অনেক ইস্যুতে আপনারা হরতাল করেছেন, সেগুলোর প্রয়োজন ছিল না। আবার হরতাল বা আন্দোলন করার প্রয়োজন ছিল এমন অনেক ইস্যুতে আপনারা উচ্চকণ্ঠ হননি। [illegible] সালমান এফ রহমানের কারণে যখন শিক্ষা ব্যবস্থা সংকটের মুখে, তখন আপনারা চোখে পড়ার মতো কোনো আন্দোলন করেননি।***

তারেক : এই দেশের ট্র্যাডিশনে হরতালটাকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলা হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি হরতালে বিশ্বাস করি না। আমাদের দলের নেত্রী খালেদা জিয়াও বলেছেন, তিনি হরতাল করতে চান না।

***২০০০ : এই কথাগুলো তো আমরা বলি সাধারণত ক্ষমতায় থাকার সময়।***

তারেক : বিরোধী দলে থাকতেও আমরা হরতালের বিরুদ্ধে বলেছি। তবে আমরা

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-রাজাকার এটা নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এত সময় নষ্ট করেছে যে, যেটার ভোগান্তি এখন আমাদেরকে পোহাতে হচ্ছে।...মানুষ এসব শুনতে শুনতে ত্যক্ত বিরক্ত'

কখনো কখনো হরতাল করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু হরতালের কালচারটাকে আমরা নিজেরাও বন্ধ করতে চাচ্ছি। দেশে হরতাল বেশি হয় হওয়া উচিত নয়। হরতালের এই ট্র্যাডিশন থেকে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত। পাঠ্যপুস্তক সংকটের কারণে হয়তো আমাদের যেভাবে আন্দোলন করা উচিত ছিল, সেভাবে করতে পারিনি। কিন্তু যে ব্যক্তিটির কারণে শিক্ষা ব্যবস্থার এই ক্ষতি হলো, সেই সালমান রহমানকে আওয়ামী লীগ যখন দলে নিল তখন বিষয়টিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? এটা কি বলা যায় না, আওয়ামী লীগই সালমান রহমানকে দিয়ে এটা করিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের চেষ্টা করেছে।

***২০০০ : আপনার কথানুযায়ী সরকার যেমন ব্যর্থ হয়েছে, আমরা যদি বলি বিরোধী দল হিসেবে বিএনপিও তার দায়িত্ব পালন করতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে?***

তারেক : বিএনপি'র বিরোধী দলে থেকে দায়িত্ব পালন করার অভিজ্ঞতা কম। বিএনপি অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় থেকে দেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করার সুযোগ পেয়েছে। সে কারণে আপনাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বা অনেকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিএনপি পুরোপুরি সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি অনেক ইস্যুতে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। যেমন রোড মার্চের মতো একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি— এটা তো আমরাই শুরু করেছি।

***২০০০ : শেখ হাসিনার গণভবনে থাকার বিষয়টি নিয়ে রাজনীতিতে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। শেখ রেহানার সেই বাড়ি নিয়েও কথা উঠেছে। সাবেক রাষ্ট্রপতির সন্তান হিসেবে আপনি কিছু সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির সন্তান হিসেবে আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?***

তারেক : সাবেক রাষ্ট্রপতির সন্তান হিসেবে দেশের মানুষ আমাকে যা দিয়েছে তাতে আমি খুশি। যে সম্মান, যে মর্যাদা, যে স্নেহ, যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে দেশের মানুষ তাতে আমি খুশি।

আর শেখ হাসিনা-রেহানার ক্ষেত্রে যদি বলি তারা তো এটি জোর করে নিয়েছেন। আমাদের বিষয় থেকে এটা ডিফারেন্ট। তারা ক্ষমতায় ছিলেন। শেখ হাসিনা নিজে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার মন্ত্রীদের নিয়ে নিজের সম্মানার্থে একটি মিটিং করে দেশের মানুষের একটা সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছেন। এটা কতটা নৈতিক বা ন্যায় হয়েছে সেই বিচারের ভার-দায়িত্ব আমি দেশের মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে চাই।

***২০০০ : আপনি বলছেন এটাকি ডিফারেন্ট। তারপরও একই ধাঁচে আপনাদের বিষয়গুলোও কিন্তু আলোচনায় এসেছে।***

তারেক : আমাদের বিষয়গুলো নিয়ে শেখ হাসিনা আলোচনা করেছেন। দেশের মানুষ আলোচনা করেনি। আমাদের বিষয়গুলো নিয়ে দেশের মানুষের মনে কোনো সন্দেহ নেই। দেশের মানুষের মনে

মনে করি তাদের আগে সুযোগ পাওয়া উচিত।

*২০০০ : দল আপনাকে নমিনেশন দিলে এই নেতারা বিরোধিতা করতে পারে।*

তারেক : না, তারা বিরোধিতা করবেন না।

*২০০০ : এতটা কনফিডেন্ট কীভাবে হচ্ছেন?*

তারেক : এতটা কনফিডেন্ট না, আপনি আমাকে যতটা কনফিডেন্ট দেখছেন আমি তারচেয়ে বেশি কনফিডেন্ট। আপনি যতটুকু বুঝতে পারছেন আমি তার ডাবল কনফিডেন্ট। আমি তাদের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে কাজ করেছি। তারা মানুষের ফিলিংসটা জানেন। তবে আমি মনে করি যেহেতু তারা আমার আগে থেকে কাজ করছেন, এজন্যই তাদের আগে সুযোগ পাওয়া উচিত।

*২০০০ : এতক্ষণ কথা বলে যেটা বুঝলাম আপনি নির্বাচন করছেন।*

তারেক : আপনি যদি বুঝে থাকেন... তাহলে তো বুঝেছেন।

*২০০০ : দল হিসেবে বিজয়ী হয়ে বিএনপি'র ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা কতটা?*

তারেক : সারা দেশ থেকে আমরা যে সংবাদ পাচ্ছি তাতে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, তাহলে চারদলীয় ঐক্যজোট অবশ্যই সরকার গঠন করতে পারবে।

*২০০০ : চারদলীয় ঐক্যজোট কয়টা আসন পাবে?*

তারেক : যে কোনো কারণেই হোক, এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি সরাসরি দিতে চাই না। আগের প্রশ্নের উত্তরেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।

*২০০০ : চারদলীয় জোট থেকে নমিনেশন দিলে বিএনপি'র অনেক বিদ্রোহী প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের সমস্যায় পড়তে হবে না?*

তারেক : না। আমি মনে করি দলের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের নেতা-কর্মীরা স্যাক্রিফাইস করবেন। আমরা সারা দেশ থেকে সেরকম খবর পাচ্ছি।

*২০০০ : '৯৬ সালে বিএনপি পুনরায় সরকার গঠন করতে না পারায় কী আপনার মনে হয় না যে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল?*

তারেক : না আমি সেটা মনে করি না। মানুষ কিন্তু '৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে বিএনপিকেই ভোট দিয়েছিল। এই নির্বাচনে কমপক্ষে ৩৫টি আসনে আওয়ামী লীগ কারচুপির মাধ্যমে বিএনপি'র বিজয়ী প্রার্থীদের পরাজিত করেছিল। এর তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। টেকনিক্যাল কারণে এই মুহূর্তে আপনাকে আমি সেটা দেখাব না।

আপনি যদি বলেন ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ভুল ছিল, কেমন করে ভুল ছিল? আজকে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফসল রাজনৈতিক দলগুলো পাচ্ছে, এটা তো ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনেরই ফসল। ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন না হলে তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারই আসতো না।

**'শেখ হাসিনার ছেলে এর সঙ্গে জড়িত। এই অর্থ জনগণের। একশ' কোটি টাকার কাজকে বাড়িয়ে সাতশ' কোটি টাকা করা হচ্ছে। শেখ হাসিনা তার ছেলেকে ওয়াশিংটনে অ্যাম্বাসিতে অফিসিয়াল পোস্ট দিয়েছেন ব্যবসা করার জন্যে'**

*২০০০ : ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের জন্য কী বিএনপি'র ইমেজের ক্ষতি হয়নি?*

তারেক : না, না। বিএনপি'র ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

*২০০০ : যে ৩৫টি আসনে কারচুপির কথা বলছেন, আপনার দাবি অনুযায়ী তথ্য প্রমাণ থাকার পরেও কেন সেটা প্রকাশ করছেন না?*

তারেক : অবশ্যই তথ্য প্রমাণ আমার কাছে আছে। ৩৫টি আসনে কারচুপির তথ্য প্রমাণ প্রকাশ করিনি, কারণ উপযুক্ত সময়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

*২০০০ : পাঁচ বছর তো হয়ে গেল। উপযুক্ত...*

তারেক : এটা পাঁচ বছর কেন, প্রয়োজনে আমি দশ বছর পর প্রকাশ করবো।

*২০০০ : বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন প্রসঙ্গে আসি। ছাত্রদল এক সময়ের সবচেয়ে বড় ছাত্র সংগঠন। '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদলই ছিল অন্যতম শক্তি। '৯১ সালে বিএনপি'র ক্ষমতায় আসার পেছনেও ছাত্রদলের বড় ভূমিকা ছিল। আপনাদের সেই শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন এখন একেবারে নিস্তেজ। সাংগঠনিকভাবে খুবই দুর্বল মনে হয়। এর কারণটা কী বলে আপনার মনে হয়?*

তারেক : আপনি ছাত্রদলকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ার কথা বলছেন। আবার এও বলেছেন, '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদলের ভূমিকার কথা। দেখেন, আওয়ামী লীগ ছাত্রদলের এই শক্তির কথা জানে। তারা আমার এই শক্তিটাকে নিঃশেষ করার জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে। ছাত্রদল নেতাদের নামে হয়রানিমূলক মামলা দেয়া হয়েছে, বিভিন্নভাবে তাদেরকে নাজেহাল করা হয়েছে। এসব কারণেই হয়ত ছাত্রদলের অবস্থা এমন হয়েছে। তবে আমি এসব হয়রানি, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা থেকে নেতা-কর্মীদের যখন বের করে আনতে পারব, তখন আবার তারা মাঠে দাঁড়াতে পারবে।

*২০০০ : স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময়েও তো ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন হয়েছে।*

তারেক : সেটা তো হয়েছেই। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমি তো রাজনীতি দিয়েই মোকাবেলা করতে চাই। কিন্তু বিগত পাঁচ বছর আওয়ামী লীগ রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে পরিচালনা করেনি, সন্ত্রাস দিয়ে পরিচালনা করেছে।

*২০০০ : ছাত্রলীগের যেমন সন্ত্রাসী আছে, অবৈধ অস্ত্র আছে। একইভাবে ছাত্রদলেও তো বলা যায় সন্ত্রাসী আছে, অবৈধ অস্ত্র আছে।*

তারেক : আপনি এভাবে বললে বলতে পারেন।

*২০০০ : আপনিও নিশ্চয়ই পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারবেন না।*

তারেক : আমি তো আগেই বলেছি, আমার সংগঠনে যদি এমন কেউ থেকে থাকে তাহলে আমি চেষ্টা করবো তাদেরকে সেই পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে।

*২০০০ : এতক্ষণ অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো। সাক্ষাৎকার প্রায় শেষ। আপনার কী বিশেষ কিছু বলার আছে?*

তারেক : আমি একবিংশ শতাব্দীর জেনারেশনকে একটা কথাই বলব, আসুন সবাই একত্রিত হই। অতীতকে বর্তমানে টেনে না এনে অতীতকে অতীতের জায়গায় রাখি। বর্তমানে আমরা ভবিষ্যৎকে নিয়ে চিন্তা করি। আসুন আমরা সবাই এক সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

ছবি : ডেভিড বারিকদার

গ্রামের মানুষ আমাদের চেয়ে কম জানে না। তাদের কাছ থেকে লুকানো ছাপানোর কিছু নেই। তারা সত্যটা ঠিকই জানে। আমি যে কাজ করিনি সেটা বার বার বলার প্রয়োজন নেই। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বিষয়টা আনতে হচ্ছে। জিয়াউর রহমান যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এই জন্য আমাদের বারবার বলার প্রয়োজন হয় না যে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতারা অনেকেই যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল না বলে তাদের বারবার বলতে হয় যে তারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে যেটা বোঝায় সেটার ধারক যে বিএনপি এটা যে সত্যি এই জন্যই আমাকে এটা বারবার বলে প্রমাণ করার দরকার নেই।

*২০০০ : মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে প্রশ্ন আরেকটু পরে করতাম, আপনি যেহেতু বিষয়টি তুললেন তাহলে প্রশ্নটা এখনই করি। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের গড়া রাজনৈতিক দল বিএনপি। সেই দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, মুক্তিযুদ্ধের যে বিপক্ষ শক্তি আছে...*

তারেক : মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কেমন করে শক্তি থাকবে আপনি আমাকে বোঝান।

*২০০০ : জামায়াতে ইসলামীকে কি আমি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষশক্তি বলবো না?*

তারেক : আমি কিন্তু জিনিসটাকে ভিন্নভাবে দেখি। এটা আমার আগের জেনারেশন বলতো। আমি বলবো, আসুন আমরা ভিন্নভাবে চিন্তা করি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন, তারাই সঠিক কাজটি করছেন। জামায়াতকে অনেকে, আপনারা, আওয়ামী লীগ বলে যে, তারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি। দেশ তো এখন স্বাধীন হয়ে গেছে। আমাদের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হচ্ছে, দেশ কিন্তু এখন স্বাধীন। '৭১-এ জামায়াত হয়তো মনে করেছিল, মুক্তিযুদ্ধটা ঠিক নয়। এ কারণেই হয়তো তারা এটার বিরোধিতা করেছিল। স্বাধীনতার পর জামায়াতের কোনো নেতা কি বলেছে, এটাকে আমরা আবার পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাব, আমার তো মনে পড়ে না কোথাও তারা এটা বলেছে। দেশ এখন স্বাধীন, আমরা ত্রিশ বছর পেরিয়ে এসেছি। এই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রাজাকার এটা নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এত সময় নষ্ট করেছে যে, যেটার ভোগান্তি এখন আমাদেরকে পোহাতে হচ্ছে। আমার জেনারেশনকে বলবো আসুন আমরা সামনে এগোই। রাজাকার নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট না করে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যা করা উচিত, বা যা করা প্রয়োজন সেটা করি।

*২০০০ : যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বা শাস্তির ব্যবস্থা তো একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এটাকে ভুলে গেলে চলবে কি করে? জার্মানি চল্লিশ বছর পর...*

তারেক : জার্মানি চল্লিশ বছর পর নাৎসীদের বিচার করেছে। চল্লিশ বছরে তারা প্রথমে দেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্যের সংস্থান করেছে, প্রতিটি শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, প্রতিটি মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। তারপরেই তারা এটাতে গেছে।

*২০০০ : আপনি বলছেন আগে আমরা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করবো, তারপরে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষশক্তি বা রাজাকার নিয়ে চিন্তা করবো।*

তারেক : অফ কোর্স। আমার বাবা যুদ্ধ করেছে। কেন যুদ্ধ করেছে? যাতে দেশের প্রতিটি মানুষের বাসস্থান থাকে, খাদ্যের নিশ্চয়তা থাকে অর্থাৎ মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু ত্রিশ বছরে আমরা মানুষের এই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারিনি। আসুন আগে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করি, তারপর ওসব নিয়ে চিন্তা করা যাবে।

**'আমি বলবো না যে, বিএনপি শাসনামলে মানুষ খুব ভালো ছিল। তবে আওয়ামী লীগ আমলের সঙ্গে যদি তুলনা করেন তাহলে বলবো বিএনপি আমলে মানুষ অনেক ভালো ছিল'**

*২০০০ : আপনার বাবা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, আপনি তাদের বিষয়টি আলাদাভাবে দেখবেন না?*

তারেক : আমার বাবা কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য।

*২০০০ : কিন্তু আপনি আদর্শ...*

তারেক : আপনার পেটে যখন ক্ষুধা থাকবে, তখন কিন্তু মাথায় আদর্শ কাজ করবে না। আপনার পকেটে যখন চলার পয়সা থাকবে না, আপনি যখন আপনার সন্তানের ওষুধ কিনতে পারবেন না, খাবার কিনতে পারবেন না তখন কিন্তু কোনো আদর্শ থাকবে না। এগুলো বইয়ে মানায়, বাস্তবে মানায় না।

*২০০০ : আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি বলতে যাদের কথা বলছি, তারা তো খুবই কম। বিএনপি'র মতো একটা রাজনৈতিক দল কেন তাদের শেল্টার দেবে?*

তারেক : শেল্টার দেয়ার ব্যাপার নয়। আমরা চেষ্টা করছি সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করাতে, দেশকে এগিয়ে নিতে। এখানে বলতে হয়, '৯৬ সালে শেখ হাসিনা যখন তাদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করলেন তখন কেন আপনারা তাকে এই প্রশ্ন করলেন না?

*২০০০ : অবশ্যই শেখ হাসিনাকে এই প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল।*

তারেক : উত্তরে কি বলেছিলেন শেখ হাসিনা?

*২০০০ : কৌশলগত মিত্রের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এতে তিনি সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি।*

তারেক : কৌশলগত মিত্র, তার মানে শেখ হাসিনা নিজ স্বার্থে বলেছেন এই কথা।

*২০০০ : আপনিও তো সে রকমই বলছেন?*

তারেক : না, আমি সেভাবে বলতে চাচ্ছি না। আমি বলতে চাচ্ছি, আসুন আমরা সবাই মিলে সামনের দিকে এগোই। পেছন নিয়ে আমরা আর কত টানাটানি করবো। আপনি যান না একজন সাধারণ মানুষের কাছে। মুক্তিযুদ্ধের যারা বিরোধিতা করেছিল, তাদের প্রতি তার হয়তো একটা বিরূপ ধারণা আছে। কথাটা অনেকাংশে হয়তোবা ঠিক। কিন্তু এটাও ঠিক, মানুষ এসব শুনতে শুনতে ত্যক্ত বিরক্ত। মানুষ এখন নতুন কিছু শুনতে চায়, নতুন কিছু দেখতে চায়।

*২০০০ : এবার চারদলীয় জোট প্রসঙ্গে কথা বলি। এরশাদ চারদলীয় জোটে আসলেন। বেরিয়ে গেলেন। আসার সময় এক কথা বললেন, বেরিয়ে গিয়ে আরেক কথা বলছেন। এরশাদের এই কার্যক্রম আপনি কীভাবে দেখছেন?*

তারেক : আমি এত কমপ্লিকেটেড রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, আমি এটা বুঝি না। এটাকে দেখা, না দেখার কিছু নেই।

কোনো প্রশ্ন নেই। এটা নিয়ে শুধু আওয়ামী লীগের কিছু সংখ্যক লোকই কথা বলার চেষ্টা করছে। এটাকে ইস্যু করার চেষ্টা করছে। দেশের মানুষ খুব ভালো করেই বুঝতে পারছেন দুটো বিষয়ের মধ্যে কোন পরিস্থিতিতে কোনটা ঘটেছিল।

**'পকেটে যখন চলার পয়সা থাকবে না, আপনি যখন আপনার সন্তানের ওষুধ কিনতে পারবেন না, খাবার কিনতে পারবেন না তখন কিন্তু কোনো আদর্শ থাকবে না'**

*২০০০ : শেখ হাসিনা কিন্তু ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি গণভবন ছেড়ে টুঙ্গিপাড়ায় চলে যাবেন।*

তারেক : আমি তো মনে করি এটা ফালতু কথা। শেখ হাসিনা এরকম ঘোষণা আগেও দিয়েছিলেন। আমি মুসলমান, আমি আল্লায় বিশ্বাস করি, আমি নবীতে বিশ্বাস করি। স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীতে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে মক্কা এবং মদিনা। প্রতিটি মুসলমানের কাছেও তাই। আমি যদি মক্কা এবং মদিনায় গিয়ে একটা কথা বলি, তাহলে আমি সেই কাজটা করার চেষ্টা করবো। সেই কাজটা আমি করবো। শেখ হাসিনা দাবি করেন তিনি একজন মুসলমান। হাসিনা মদিনাতে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলে যখন তিনি সেই কথা রাখলেন না, কেমন করে আমি বিশ্বাস করবো বা আস্থা রাখবো যে ঢাকায় বসে একটা কথা বলে সেই কাজটা তিনি করবেন? এটা অ্যাবসুলেটলি শেখ হাসিনার স্টান্টবাজি।

*২০০০ : যদি তিনি সত্যি সত্যি গণভবন ছেড়ে দেন?*

তারেক : না না। এটা টেকনিক্যাল বিষয় তো। আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না। শেখ হাসিনা মিটিং করতে সম্ভবত ১৫ বা ১৬ আগস্ট টুঙ্গিপাড়ায় যাচ্ছেন। তারপর তিনি চলে যাচ্ছেন ওমরায়। এরপর থেকেই তিনি নেমে যাবেন নির্বাচনী প্রচারণায়। স্বাভাবিকভাবেই তার গণভবনে থাকার সুযোগটা কমে যাচ্ছে। এটাকেই তিনি মানুষের সামনে প্রচার করছেন যে, গণভবন ছেড়ে দিচ্ছেন। গণভবন ছেড়ে দেয়ার কথা বলছেন, স্বত্বাধিকারিত্ব কিন্তু ছাড়ছেন না। যে কোনো সময় তিনি গণভবনে এসে উঠতে পারবেন। স্বত্ব ছাড়ার কথা কিন্তু তিনি বলছেন না। স্বত্ব ছাড়ার কথা আগে বলুক। তাতেও অবশ্য সন্দেহ থাকবে। মুসলমান হিসেবে মদিনায় বলা কথা যখন তিনি রাখেন না, একথা রাখার কোনো প্রশ্নই আসে না। ইম্পসিবল, অ্যাবসুলেটলি ইম্পসিবল।

*২০০০ : এবারে আপনার ব্যবসা প্রসঙ্গে কথা বলি। আপনার বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন নিহত হলেন তখন জানা যায় আপনাদের জন্যে রেখে যাননি কিছুই। তারা সুটকেস, ছেঁড়া গেঞ্জি প্রসঙ্গ এসেছিল আলোচনায়। আপনাদের নিঃস্ব অবস্থায় রেখে গেছেন। সেখান থেকে আপনি আজ বড় ব্যবসায়ী। আপনার বাবা কিছুই রেখে যাননি অথচ আপনি আজ কোটিপতি। কি করে এতগুলো জাহাজের মালিক হলেন? এর জন্যে প্রতিনিয়তই আপনাকে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে।*

তারেক : আমার ৬টি লঞ্চ ছিল। একটি লঞ্চে সমস্যা দেখা দিয়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমার ৫টি লঞ্চ আছে। আমার আরেকটি কারখানা আছে। সেটার অ্যাডভারটাইজমেন্টের দায়িত্ব আমরা দেইনি শেখ হাসিনাকে, তিনি নিজেই নিয়েছেন। আমার বাবা একজন চাকরিজীবী ছিলেন। তারপর দেশের পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন। তার একটা আলাদা জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল। আমি আস্তে আস্তে বড় হয়েছি। আপনার পেশা সাংবাদিকতা। আমি কী করবো তাহলে? করবোটা কী? আপনি আমাকে বলেন।

*২০০০ : চাকরি বা ব্যবসা কিছু একটা তো করতে হবে।*

তারেক : আপনি নিজেই বলছেন চাকরি অথবা ব্যবসা করতে হবে। তাহলে চাকরি যেহেতু আমি করিনি, স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায় এসেছি। এখন ব্যবসা করাটা অন্যায় এই কথাটা কোথায় লেখা আছে? শেখ হাসিনা বলছেন, আমি ব্যবসা করে অন্যায় করেছি। আমার তো পাঁচটা লঞ্চ আছে। বাংলাদেশে এরকম বহু মানুষ আছে যাদের পাঁচটা, দশটা, বারোটা লঞ্চ আছে। বহু ব্যবসায়ী আছেন যাদের দশটা, পনেরোটা, বিশটা মিল কারখানা আছে। তাদের সবার বাবা-মা কী প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন? আমি আমার সব ব্যবসা আমার নামে করেছি, বেনামে নয়। আমার সব ব্যবসা প্রকাশ্যে। আর দশজন যেভাবে করে, আমি সেভাবেই ব্যবসা করছি। এতে অন্যায়টা কোথায়? আমার মা যদি দশবারও এদেশের প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলেও আমি ব্যবসা করবো। প্রধানমন্ত্রী না হলেও আমি ব্যবসা করবো। তাতে শেখ হাসিনা যতই সমালোচনা করুন না কেন। কারণ ব্যবসাটা আমার পেশা। শেখ হাসিনা আমার লঞ্চ নিয়ে কথা বলেন, আগে তোফায়েল আহমেদও বলতেন। আশা করি শেখ হাসিনা বহুদিন বেঁচে থাকবেন। শেখ হাসিনা এবং তোফায়েল আহমেদের উদ্দেশে বলতে চাই, আমার পক্ষে কোনো দিন যদি সম্ভব হয়, শুধু লঞ্চ নয় আমি সমুদ্রগামী জাহাজ নামাবো। এই লঞ্চের দশগুণ বড় জিনিস আমি করবো।

*২০০০ : ব্যবসা করা না করা নিয়ে আমার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন ছিল আপনার বাবা নিঃস্ব রেখে গেছেন, ব্যবসা করতে হলে তো পুঁজি লাগে। শেখ হাসিনা তার বক্তৃতায় এখানে দুর্নীতির বিষয়ই হয়ত বোঝাতে চান। আমি এই বিষয়টি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি।*

তারেক : তারা দুর্নীতি করেছে। তাদের দুর্নীতি ঢাকার জন্যে মানুষের সামনে আমার ব্যবসা তুলে ধরেছে। যে কোনো স্বাভাবিক সচেতন মানুষ আমাকে সমর্থন করবে। কারণ আমি দুর্নীতি করিনি, ব্যবসা করেছি। আমরা বহু মানুষের কাছে শুনেছি, টিএন্ডটির লোকজনও বলছে সাবমেরিন কেবল একটা করা হচ্ছে, যেটার খরচ পড়বে দেড়শ' কোটি টাকার মতো। কিন্তু এটা করা হচ্ছে সাতশ' কি আটশ' কোটি টাকা দিয়ে। শেখ হাসিনার ছেলে এর সঙ্গে জড়িত আছে। এই অর্থ জনগণের। একশ' কোটি টাকার কাজকে বাড়িয়ে সাতশ' কোটি টাকা করা হচ্ছে। শেখ হাসিনা তার ছেলেকে ওয়াশিংটনে অ্যাম্বাসিতে অফিসিয়াল পোস্ট দিয়েছেন ব্যবসা করার জন্যে।

আমার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা দেখাক তো, আমার মা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন আমি কোনো সরকারি সুযোগ নিয়েছি, কোনো সরকারি ব্যবসা করেছি, কোনো কমিশন নিয়েছি বা দালালি করেছি। চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, এমন কিছু কেউ দেখাতে পারবে না। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, আমার বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে, আমার ক্ষমতা, সামর্থ্যের মধ্যে যতটা বড় ব্যবসা করা সম্ভব– আমি সেটাই করেছি।

*২০০০ : কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে তো*

*একমত হবেন যে, এখন আর প্রায় কোনো রাজনীতিবিদকেই মানুষ সম্মান করে না।*

তারেক : হ্যাঁ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা তো এমনই হয়ে গেছে।

*২০০০ : ভালো মানুষ আছেন কিনা জানি না। তবে রাজনীতিতে এখন কোনো ভালো মানুষ আসছেন না।*

তারেক : হ্যাঁ, ভালো মানুষ রাজনীতিতে আসতে চায় না। কিন্তু রাজনীতিতে ভালো মানুষদের আসতে হবে। কারণ, রাজনীতিকদের দেশে থাকতে হবে, তা নাহলে তো দেশ এগোবে না।

*২০০০ : আপনার বাবা, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় রাজনীতিবিদ বেচা-কেনা শুরু হয়– এই অভিযোগটা এখনো বরবার আলোচনায় আসে।*

তারেক : জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট।'

*২০০০ : ফর দ্য পলিটিশিয়ান।*

তারেক : পলিটিক্স তো পলিটিশিয়ানরাই করে। যাই হোক তার এই কথাটা বলার অর্থ ছিল খুবই পরিষ্কার। আপনারা দেখেছেন জিয়াউর রহমান গ্রামে যেতেন, গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন। বহু উদাহরণ আছে তিনি এলাকায় বসে সেই এলাকার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। জিয়াউর রহমান মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন, মাটি কেটেছেন, মানুষকে খাল কাটতে উৎসাহ দিয়েছেন, কৃষি পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে কৃষকদের উৎসাহিত করেছেন। তিনি কলকারখানায় শ্রমিকদের কাছে ছুটে গেছেন।

জিয়াউর রহমানের আগে পর্যন্ত রাজনীতিটা কী ছিল? পল্টনে বিশাল বিশাল জনসভা হতো। বড় বড় মিটিং হতো বড় বড় শহরে। নেতারা সেখানে বক্তৃতা করতেন। রাজনীতিবিদরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামে যেতেন না। জিয়াউর রহমান বলেছিলেন আমি রাজনীতিবিদদের গ্রামের মানুষের কাছে নিয়ে যাব। এই অর্থেই তিনি বলেছেন, 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান'।

*২০০০ : নির্বাচন প্রসঙ্গে আসি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে এখন যে সময় আছে, সেই সময়ের মধ্যে কী একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে?*

তারেক : তত্ত্বাবধায়ক সরকার মুখে যা বলছে, নির্বাচন কমিশন যা বলছে, তা যদি বাস্তবায়ন করে তাহলে তো নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার আমি আর কোনো কারণ দেখি না। কারণ দেশের প্রতিটি মানুষই এখন নির্বাচন চাইছে।

*২০০০ : প্রাকৃতিক অবস্থা, আমি বন্যার আশঙ্কার কথা বলছি।*

তারেক : বিএনপি আজ থেকে দেড় বছর আগে এই প্রাকৃতিক অবস্থার কথা বলেছিল। বলেছিলো এই সময়টায় বন্যার আশঙ্কা থাকবে। এজন্য শেখ হাসিনাকে বলা হয়েছিল আপনি ৬ মাস আগে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নির্বাচন দেন। বেগম খালেদা জিয়া যে কথা দেড় বছর আগে বলেছিলেন, আপনারা সবাই এখন তা বলছেন।

*২০০০ : ১১ দল বা অন্যান্য যে রাজনৈতিক দল আছে তারা বলছে, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।*

তারেক : একথা বলে তারা যে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে না সেটা কে বলবে! আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বলেছি প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

'আমি তো চাঁদাবাজি করছি না, ব্যবসা করছি। রাজনীতি করলে ব্যবসা করা যাবে না এটা কেমন কথা!'

*২০০০ : আপনারা বলছেন আওয়ামী লীগ প্রশাসনের সর্বত্র নিজেদের লোক বসিয়েছে। ক্ষমতা ছাড়ার আগে বেশ কিছু রদবদল করেছে। আপনাদের হাতে কী প্রমাণ আছে যে এই বদলিগুলো নিয়ম-নীতি মেনে হয়নি?*

তারেক : আওয়ামী লীগ যে বদলিগুলো করেছে সেগুলো আমরা ডকুমেন্ট করে রেখে দিয়েছি। এপ্রিল, মে, জুনের ১৫ তারিখ পর্যন্ত। আপনার সামনে যদি আমরা শুধু ফাইলটি তুলে ধরি, আপনার কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ার প্রয়োজন নেই, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রশাসনে বদলিগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হয়েছে। এখানে প্রশাসনকে আমি দোষ দেব না।

আওয়ামী লীগের যে অভ্যাস আমরা দেখেছি, শেখ হাসিনার সময়কাল আমি দেখেছি, এর আগে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল তখন আমার বয়স কম ছিল, সে সম্পর্কে যা শুনেছি এবং পড়েছি তাতে এটা প্রমাণ হয় যে প্রশাসনকে তারা অবৈধভাবে অনেক কিছু করতে বাধ্য করে। এবার ক্ষমতা থেকে যাওয়ার আগেও তারা সেই একই কাজ করেছে। আমরা সেখানে সুষ্ঠু অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বলেছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুটা উদ্যোগ নিয়েছে। আমি আগেই বলেছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা করছে তার সবকিছুর সঙ্গে আমরা একমত নই। গণতান্ত্রিক পরিবেশে দ্বিমত করাটা তো স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমি মনে করি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র বিএনপিতেই গণতন্ত্র আছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বিএনপি চলে।

*২০০০ : বিএনপি'র এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা ব্যাখ্যা দেন।*

তারেক : আপনারা মাঝে মাঝে দেখেন বিএনপি'র ভেতরে একটা সিদ্ধান্ত হয়, কোনো কোনো নেতা অন্যরকম কথা বলে। এটাকে হয়তো অন্যভাবে প্রচার দেয়া হয়। বিএনপিতে গণতন্ত্রের চর্চাটা আছে বলেই এমনটি বলা সম্ভব হয়। আওয়ামী লীগ মুখে যা বলুক না কেন, তাদের দলের ভেতরে গণতন্ত্র নেই। যদি গণতন্ত্র থাকতো, তাহলে কামাল হোসেনের মত ব্যক্তিত্বকে লাঞ্ছিত হতে হতো না শেখ হাসিনার কাছে। কাদের সিদ্দিকীর মতো একজন ফ্রিডম ফাইটারকে সামান্য কিছু কথা বলার জন্য, কিছু উচিত কথা বলার জন্য এভাবে লাঞ্ছিত হতে হতো না।

*২০০০ : একই কথা তো বিএনপি'র ক্ষেত্রেও বলা যায়। কিছু কথা বলার জন্য আপনারাও তো মেজর আখতারুজ্জামানকে, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে দল থেকে বের করে দিয়েছেন।*

তারেক : না, তারা কথা বলেছে, তারা মতামত দিয়েছে। যখন সেটাকে দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী, পলিসি মেকাররা দেখেছে, তারা এমন কিছু বলেছে যেটা পার্টির পলিসির সঙ্গে টোটালি কন্ট্রাডিক্ট করে। যেটা পার্টির ইমেজকে ক্ষতি করে। যে বডি তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই বডি তো গণতান্ত্রিক উপায়েই তৈরি হয়েছে। দলে গণতন্ত্র থাকলেও আপনাকে তো কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তারা এটা লঙ্ঘন করেছে বলেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

*২০০০ : আওয়ামী লীগও হয়তো ড. কামাল বা কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে একই*

এখন তারেক জিয়া। পঁয়ত্রিশ বছরের পরিণত যুবক। দু'টি সরকারপ্রধানের সন্তান তিনি। ঘটনাটা বেশ বিরল। এমন ঐতিহ্য ইতিহাসে খুব বেশি নেই। তারেক জিয়া এখন বড় ব্যবসায়ী এবং বিএনপি'র নীতি-নির্ধারকদের একজন। হয়ত বিএনপি'র পরবর্তী চেয়ারপার্সন বা দেশের প্রধানমন্ত্রী।

বিএনপি'র নির্বাচন বিষয়ক সাব কমিটির প্রচার অর্থ ও নির্বাচন অফিস ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারেক জিয়াকে।

তারেক জিয়ার সঙ্গে বিএনপি'র বনানী অফিসে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কথা হয় ৭ আগস্ট। দুপুর থেকে শুরু করে আলোচনা চলে বিকেল পর্যন্ত।

*সাপ্তাহিক ২০০০ : তারেক রহমানের পরিচিতিটা কী? রাজ-নীতিবিদ না ব্যবসায়ী, নাকি শুধুই একজন স্বামী, পিতা, সন্তান...?*

**তারেক রহমান :** একজন মানুষের তো অনেকগুলো পরিচিতি থাকে। আমি একই সঙ্গে একজন স্বামী, একজন পিতা এবং একজন সন্তান। রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীও আমি। ব্যবসাটা আমার পেশা আর রাজনীতি আমার আদর্শ।

*২০০০ : কথা বলি রাজনীতি এবং ব্যবসা নিয়ে। দুটোর মধ্যে এখন জোর দিচ্ছেন কোনটিতে?*

**তারেক :** যেহেতু ব্যবসাটা আমার পেশা, সেহেতু স্বাভাবিকভাবে আমি চাইবো ব্যবসায় বেশি মনোযোগ দিতে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আমি আমার পেশায় পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারছি না। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক জড়িত হয়ে গেছি। রাজনীতিতে দল আমাকে যতটুকু দায়িত্ব দিয়েছে আমি চেষ্টা করবো সেটা সফলভাবে পালন করতে। আপনি বোধহয় জানেন যে, দলের পক্ষ থেকে অফিসিয়ালি বেশ কয়েকটি দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে।

*২০০০ : এগুলো তো বেশ বড় দায়িত্ব।*

**তারেক :** হ্যাঁ, নির্বাচনের সময় এটা বড় দায়িত্ব। আমি সবসময় এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে চেষ্টা করব।

*২০০০ : আপনার রাজনীতিতে আসাটা তো উত্তরাধিকার সূত্রে।*

**তারেক :** আপনি এভাবে বললে বলতে পারেন। তবে আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আমার এলাকায় যান। গিয়ে দেখেন সেখানে আমার অবস্থান কী? উত্তরাধিকার সূত্রে সেখানে গেছি, না অন্য কোনো কারণ আছে। আমি মাঠ পর্যায়ে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কাজ করছি দীর্ঘদিন ধরে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করেই আমি রাজনীতিতে এসেছি, উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। আর উত্তরাধিকার সূত্রে যদি আসা হতো তাহলে তো আমি এখন বিএনপি'র মহাসচিব থাকতাম। তা তো হয়নি সেটা আপনারাও জানেন। আমি এখনো নিজেকে বিএনপি'র একজন কর্মী মনে করি। কাজ করছি, আমি যদি ভালো কাজ করতে পারি, বিএনপি'র নীতিনির্ধারকরা যদি মনে করেন ভালো কাজ করছি– তাহলে তারা আমার কাজের মূল্যায়ন করবেন।

*২০০০ : দল মূল্যায়ন করেই হয়ত আপনাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। এই দায়িত্ব পালন করতে এসে আপনি রাজনীতিকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। আগামী নির্বাচন বিষয়ে আপনার ধারণা কী?*

**তারেক :** নির্বাচন তো আমরা সবসময়ই চাই। বিএনপি একটি রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে এর একটা আদর্শ আছে। আমরা মনে করি আমাদের যে ১৯ দফা আছে, সেটা বাস্তবায়ন করলে দেশের উন্নতি হবে। এটা করতে হলে নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় যেতে হবে। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। তাদের দায়িত্ব একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা। তারা তাদের মত কাজ করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা হয়ত দ্বিমত করছি। আওয়ামী লীগও দ্বিমত করছে। আওয়ামী লীগ যদিও নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে দাবি করছে, তারপরও দেখেন মন্ত্রীর ছেলেরাও অস্ত্রসহ ধরা পড়ছে। এগুলো তো সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলেই আমি মনে করি। তবে আমার মনে হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে।

**শেখ হাসিনা সেই সময় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী না হলে আওয়ামী লীগ ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যাওয়া ছিল শুধুই সময়ের ব্যাপার**

*২০০০ : সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায় হিসেবে আপনি অবৈধ অস্ত্র ও সন্ত্রাসের কথা বলছেন?*

**তারেক :** শুধু আমি বলছি না, আপনিও তাই বলবেন। যেকোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করেন তারাও তাই বলবেন। আওয়ামী লীগের সময় যে সমস্যাটি দেশে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো সন্ত্রাস। অবৈধ অস্ত্র ও সন্ত্রাস।

*২০০০ : অবশ্যই আমিও তাই বলব। অবৈধ অস্ত্র ও সন্ত্রাস আওয়ামী লীগের সময়কালে সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু এই অবৈধ অস্ত্র এবং সন্ত্রাস তো আপনাদের সময়ও কম ছিল না। আসলে যখন যারা ক্ষমতায় ছিল এই অবৈধ অস্ত্র ও সন্ত্রাসের দায়দায়িত্ব তো সবাইকে নিতে হবে।*

**তারেক :** দায়-দায়িত্বটা হয়তো সবাইকে নিতে হবে। প্রশ্নটা যেভাবে করেছেন তাতে আপনার সঙ্গে আমি দ্বিমত করবো না। তবে হ্যাঁ, যে কথাটা আমি জোর দিয়ে বলবো সেটা হলো, অবৈধ অস্ত্র ও সন্ত্রাসের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা আমরা করেছি। আপনারা আমাদের সরকারের সময়ে ও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ের সন্ত্রাসের পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখেন কাদের সময় সন্ত্রাস বেশি ছিল, তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রতিদিন দেশে ১১ জন মানুষ খুন হয়েছে। একথা আপনারাই পত্রিকায় লিখেছেন। আমাদের দলের নেত্রী খালেদা জিয়া এখন বা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখনও কোনো চিহ্নিত সন্ত্রাসীর নাম উল্লেখ করে বলেননি যে, তার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তিনি কখনো বলেননি, একটা লাশের পরিবর্তে দশটা লাশ ফেলতে হবে। বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথাগুলো প্রকাশ্যে জনসভায় বলেছেন। আওয়ামী লীগের কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী– ফেনীর জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের তাহেরদের নাম উল্লেখ করে তিনি এ কথা বলেছেন। একটি দলের প্রধান যখন সন্ত্রাসীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেন, তখন তাদের বেপরোয়া হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সেটাই হয়েছে, যার ফলে অবৈধ অস্ত্র ও সন্ত্রাসের দাপট বেড়ে গেছে।

*২০০০ : কিন্তু দেখা যায় একজন সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হলে তার পক্ষে মিছিল, মিটিং, পোস্টার ছাপানো হয়। অথচ সে*